তারিখ 18 FEB 2014 ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... ... কলাম ....৪......

সমকাল

হল চালুর দাবিতে ছাত্রলীগের ভাংচুর

■ রংপুর অফিস

আবাসিক হল চালুর দাবিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও মেডিকেল সেন্টার ভাঙচুর করেছে ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সোমবার ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। তবে ছাত্রলীগ ভাঙচুরের ঘটনা অস্বীকার করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি বিভাগে প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। মেয়েদের জন্য একটি হল চালু হলেও ছেলেদের জন্য কোনো হল নেই। অথচ দুটি হলের কাজ তিন মাস আগে শেষ হয়েছে। অজ্ঞাত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলগুলো চালু করছে না।

এদিকে, হল চালুর দাবিতে গতকাল সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা উপাচার্যের কার্যালয়ে যায়। সেখানে মিছিল থেকে ছাত্রলীগের পক্ষে স্লোগান দেওয়া হয়। তারা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে উপাচার্যের পিএস আলী হাসান বলেন, 'স্যার এখন জরুরি মিটিংয়ে রয়েছেন। একটু পরে আসেন।' এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবন ও মেডিকেল সেন্টারের দরজা-জানালা, টেবিল-চেয়ার, কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ও ছাত্রলীগের নেতারা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদি হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মাহমুদ হাসান জানান, উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় উত্তেজিত হয়ে শিক্ষার্থীরা ভাংচুর চালিয়েছে। এর সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. একেএম নূর-উন-নবী বলেন, 'কোনো কারণ ছাড়াই ভাংচুরের ঘটনায় আমিও হতবাক হয়েছি। কী কারণে এ ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন

এদিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়ার দায়ের করা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চের ৯ শিক্ষক, ৩ কর্মকর্তা এবং ১০০ শিক্ষার্থী।

দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ জানান, সোমবার রংপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ওই মামলা থেকে তাদের অব্যাহতির আদেশ দেন। উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়ার নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ গঠন করে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা। এরই প্রতিবাদে গত বছরের এপ্রিলে প্রতিবাদী ৬ শিক্ষক-কর্মকর্তাকে সাময়িক বহিষ্কার করার আদেশ দেন উপাচার্য। শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ জানালে সাবেক উপাচার্য এ মামলা করেন।